কালের কণ্ঠ

0 2 MAR 2015

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

■ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে উপাচার্যের চাকরির মেয়াদ এক বছরের বদলে দুই বছর বৃদ্ধি

■ উপাচার্যের অনিয়ম-দুর্নীতির খোঁজে ইউজিসির তদন্ত কমিটি গঠন

প্রয়োজন নেই, তবু ২৮৭ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের পাঁয়তারা

শরীফুল আলম সুমন ও মো. আরিফুল হক ▷.

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নিয়ম অনুযায়ী প্রতি ১০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষা-সহায়ক লোক (শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী) থাকার কথা। কিন্তু ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে গড়ে প্রায় দুজন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষা-সহায়ক লোক রয়েছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ হাজার ৫৪৪ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষা-সহায়ক লোকের সংখ্যা দুই হাজার ৩৩২। তাঁদের মধ্যে শিক্ষক ৫৬৭ জন, কর্মকর্তা ৪৩৬ জন ও কর্মচারী এক হাজার ৩২৯ জন। বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. রফিকুল হক দায়িত্ব নেওয়ার পরই নিয়োগ দিয়েছেন ১৪৫ জন প্রভাষক, পাঁচজন সহকারী অধ্যাপক, ১২৯ জন কর্মকর্তা ও ২৯৯ জন কর্মচারী। এর পরও অনিয়ম ও ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণে স্থগিত থাকা ২৮৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগপ্রক্রিয়া যেকোনো উপায়ে শেষ করতে চাইছেন উপাচার্য। শুধু মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রার্থীদের চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে জানা যায়। সুযোগ বুঝে যেকোনো সময় প্রার্থীদের নিয়োগপত্র পাঠানো হবে।

এ ছাড়া ২০১২ সালের ২৯ নম্বর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক অবসর গ্রহণ (বিশেষ বিধান) আইন অনুযায়ী, একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

প্রয়োজন নেই, তবু ২৮৭ কর্মকর্তা-কর্মচারী

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

বয়সসীমা ৬৫ বছর। সেই হিসাবে বর্তমান উপাচার্যের অবসরে যাওয়ার কথা ছিল ২০১৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর। কিন্তু সে বছরের জুন মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০১তম সিন্ডিকেট সভায় উপাচার্য মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাঁর অবসরের বয়সসীমা দুই বছর বাড়িয়ে নেন। অথচ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সিন্ডিকেট মাত্র এক বছর মেয়াদ বাড়াতে পারে। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত গেজেটে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বাকৃবির যে ২১ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নাম প্রকাশ করা হয়েছে তাতে বর্তমান উপাচার্যের নাম নেই।

অনুসন্ধানে জানা যায়, উপাচার্য, প্রভাবশালী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও সিন্ডিকেট সদস্যরা নিজ নিজ স্বজনদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি মোটা অঙ্কের আর্থিক সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে ২৮৭ জন কর্মচারী নিয়োগ দিতে মরিয়া। চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে এরই মধ্যে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি ৩২ জন শিক্ষক ও ১৬ জন কর্মকর্তার নিয়োগকে ঘিরেও বিপুল অঙ্কের অর্থ লেনদেন,হয়েছে।

এদিকে উপাচার্যের নিয়োগ বাণিজ্যসহ নানা অনিয়মের তদন্ত দাবিতে গত বছরের শেষ দিকে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কয়েক দফা চিঠি দিয়েছে। এ ছাড়া একটি গোয়েন্দা সংস্থাও গত ডিসেম্বরে উপাচার্যের ক্ষমতা অপব্যবহারের বিষয়েও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের শেষ দিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক মোহাব্বত খানকে আহ্বায়ক এবং ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক আকুল হাশেম ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) জিকরুর রেজা খানমকে সদস্য করে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ইউজিসি।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক পরেশ চন্দ্র মোদক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এখন আমাদের নতুন কর্মচারীর দরকার নেই। যারা আছে তারাই যথেষ্ট। আগেও নিয়োগ নিয়ে কোটি কোটি টাকা বাণিজ্যের অভিযোগ রয়েছে। আবারও নতুন করে কর্মচারী নিয়োগের পাঁয়তারা চলছে। এই নিয়োগে যে পরিমাণ টাকার লেনদেন হয়েছে নিয়োগ বন্ধ হলেই তা প্রকাশ্যে চলে আসবে। এমনকি অনেক চাকরিপ্রার্থী টাকা দিতে পারেনি বলে জমি লিখে নেওয়া হয়েছে বলে আমরা জেনেছি। প্রকাশ্যেই এখন বাকৃবিতে নোংরামি হচ্ছে। চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়েছে। সব ধরনের অপকর্মের জন্য একজন ব্যক্তিই মূলত দায়ী।'

জানতে চাইলে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমার জানা মতে এক বছরের মধ্যেও বাকৃবিতে নতুন নিয়োগের পদ অনুমোদন করা হয়নি। এখন তারা কিভাবে নিয়োগ দিচ্ছে সেটা তারা জানে। তবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিল্ড ওয়ার্কসহ গবেষণা কার্যক্রম বেশি। তাই তাদের লোক বেশি লাগে। আর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দু-চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দুই বছর করে বেশি চাকরি করার সুযোগ পান। এই সুযোগ বাকৃবির থাকার কথা নয়। তবে এরই মধ্যে উপাচার্যের অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি প্রতিবেদন দিলেই পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হবে।'

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত কর্মচারী থাকা সত্ত্বেও ইউজিসির দোহাই দিয়ে উপাচার্য কর্মচারী নিয়োগের প্রস্তাব পাঠানোর জন্য বিভিন্ন অনুষদ, বিভাগ, শাখা ও অফিস প্রধানদের কাছে জরুরি নোটশিট পাঠান। তবে অনেক বিভাগের প্রধানরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে নিয়োগের সুপারিশ না করলেও ওই সব বিভাগে নিয়োগ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেইরি বিভাগ ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র থেকে কর্মচারী নিয়োগের কোনো সুপারিশ না করা সত্ত্বেও ওই বিভাগে বিভিন্ন পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এভাবেই গত বছরের শুরুর দিকে ২৮৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। দুটি আলাদা কমিটির মাধ্যমে ওই সব পদে শুধু মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, আবেদনের প্রাথমিক বাছাই শেষে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়ার বিধান থাকলেও তা মানেননি উপাচার্য। ঢালাওভাবে সবাইকে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কার্ড দেওয়া হয়। কিন্তু ওই নিয়োগবাণিজ্যের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে সমঝোতা না হওয়ায় এখনো তা চূড়ান্ত করতে পারেননি উপাচার্য। তবে সবার জন্য কিছু কোটা রেখে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে তিনি তৎপর।

জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় খামারভিত্তিক। যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে অন্যরকম। এখানে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বিনিয়োগ বেশি করতে হয়। তবে একটি নিয়োগ দিয়ে সবার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয়। যারা এই নিয়োগে সন্তুষ্ট হতে পারছে না তারাই গুজব ছড়াচ্ছে। নিয়োগ যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই দেওয়া হচ্ছে।'

নাম প্রকাশ না করে একজন শিক্ষক বলেন, 'প্রাথমিক বাছাই এবং লিখিত পরীক্ষা ছাড়া কোনো নিয়োগ স্বচ্ছ হতে পারে না। অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল করতেই নিয়োগে শুধু মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। নিয়োগকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ লেনদেন হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি।'

অবসরের বয়সসীমা বাড়ানোর বিষয়ে উপাচার্য ড. রফিকুল হক বলেন, 'আমি রণক্ষেত্রের মুক্তিযোদ্ধা। সরকারি নিয়মেই সিন্ডিকেট আমার চাকরির বয়স দুই বছর বাড়িয়েছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে একই সুযোগ পেয়ে থাকেন। আসলে আমাকে নিয়ে একটি মহল বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। আমি অন্যায় ও বেআইনিভাবে কিছুই করছি না।' ইউজিসির অতিরিক্ত পরিচালক (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়) ফেরদৌস জামান বলেন, 'ঢাকা, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সিনেট রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে শিক্ষকরা দুই বছর অতিরিক্ত চাকরির সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু বাকৃবির শিক্ষকরা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এক বছরই অতিরিক্ত চাকরির সুযোগ পাবেন।'

সংশোধিত আইনে বলা হয়েছে, চাকরিতে প্রবেশের সময় নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঘোষণা না দিয়ে থাকলে, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গণকর্মচারীর নাম মুক্তিবার্তা বা গেজেটে অন্তর্ভুক্ত না থাকলে কিংবা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সই করা মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র না থাকলে কেউ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সুযোগ-সুবিধা পাবেন না। জানা যায়, ড. মো. রফিকুল হক ১৯৭২ সালের নভেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রভাষক পদে নিয়োগ পান। ওই সময় তিনি নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঘোষণা করেননি। ক্যাম্পাস থেকে প্রকাশিত বাকৃবি মুক্তিবার্তায়ও তাঁর নাম নেই। ২০০০ সালের পর থেকে তিনি নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দাবি করে আসছেন।